অবকাশ

কেমন লাগছে 'অবকাশ'? জানান আপনাদের মতামত। থাকে যদি কিছু পরামর্শ, তাও জানান। সানন্দে গ্রহণ করব আমরা।
আরও কিছু জানতে বা জানাতে এবং লেখা পাঠাতে-ঃ -
মোবাইল ৯৫৬৪০৬৫৫৫৫ অথবা ই-মেল lipiarambagh@gmail.com
যে ঠিকানায় লেখা পাঠাবেন -
দেবাংশু চক্রবর্তী, আর্থিক লিপি, ওয়ার্ড নং ৪, কোর্ট পাড়া, পোঃ-আরামবাগ, জেলা ঃ হুগলি, পিন-ঃ ৭১২৬০১

নেম প্লেট

অসিত কুণ্ডু

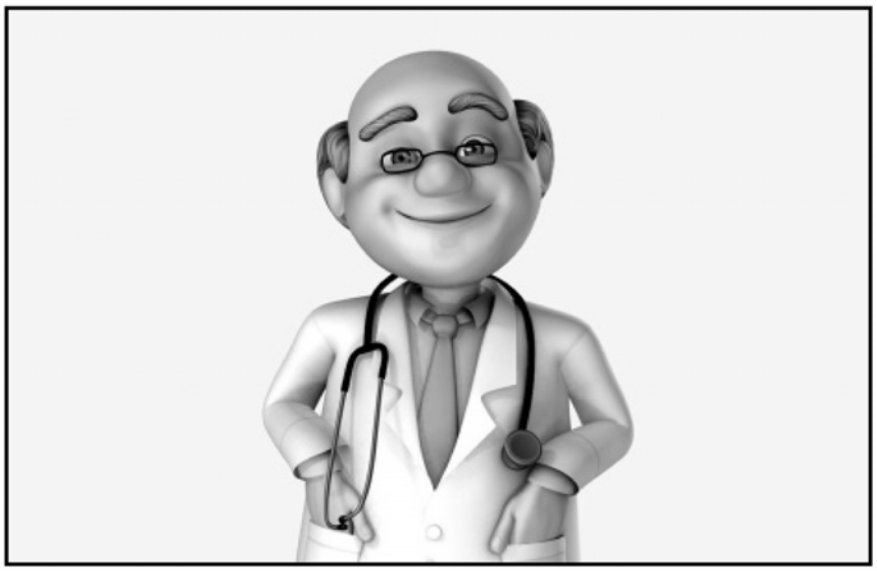

আদিনাথবাবুর বদলির চাকরি। চাকরি সূত্রে পশ্চিমবঙ্গের নানা স্থানে ঘুরে বেড়াতে হয়। যেখানেই বদলি হয়ে যান সেখানেই বাড়ির কাছাকাছি কোন ডাক্তার আছে কিনা দেখে নেন। আসলে আদিনাথবাবুর রুগ্ন পরিবার। এক মেয়ে, এক ছেলে ও স্ত্রীকে নিয়ে এমনিতেই সুখের সংসার, দুঃখ একটাই, সকলেই বেশ রুগ্ন। ইদানিং রক্তে উচ্চচাপ ও অতিরিক্ত চিনির কারণে এদের দলে আদিনাথবাবুও নাম লিখিয়েছেন। স্ত্রী ও সম্প্রতি মেয়ে স্ত্রী-রোগজনিত কারণ ছাড়াও তাদের যে কখন পেট ব্যথা শুরু হবে ঈশ্বর ছাড়া আর কেউ জানেন না। ছেলে এমনিতেই ঠিক আছে তবে বেশ পেট-রোগা। তাই বাড়ির কাছাকাছি কোনও ডাক্তার থাকলে বেশ বুকে বল পাওয়া যায়। যেমন বাড়ির কাছাকাছি কোনও থানা থাকলে বেশ নির্ভয়ে থাকা যায়। সত্যি নির্ভয়ে থাকা যায় কী? কে জানে! যাইহোক আদিনাথবাবু শ্রীরামপুর থেকে বদলি হয়ে আরামবাগে এসেছেন। মেয়ে হায়ার সেকেন্ডারি পাশ করে আরামবাগ নেতাজী মহাবিদ্যালয় নামক পরীক্ষাগ্রহণ কেন্দ্রে ভর্তি হয়েছে। ছেলেও নবম শ্রেণিতে আরামবাগ হাইস্কুল নামক পরীক্ষাগ্রহণ কেন্দ্রে ভর্তি হয়েছে। আসলে অধিকাংশ স্কুল-কলেজগুলো তো এখন পরীক্ষাগ্রহণ কেন্দ্রে পর্যবেসিত।

ঘর-টর গোছানোর পর স্ত্রী রমলা একদিন বলল - হ্যাঁগো নতুন শহর, নতুন পাড়া, একটু বেড়িয়ে খোঁজ খবর নিয়েছো তো, কাছাকাছি কোনও ডাক্তার আছে কি না। এখন তো অনেকেই বাড়ির দরজায় বা দেওয়ালে নেমপ্লেট লাগিয়ে রাখেন।

- সে তোমাকে ভাবতে হবে না। তুমি কি ভেবেছো, একথা আমার মাথায় নেই?

- ওপরের বাড়িওয়ালাকেও তো জিজ্ঞেস করতে পারো।

- গিন্নি সে গুড়ে বালি। এই এক সপ্তাহেই বুঝে নিয়েছি, প্রতি মাসে ঘর ভাড়া নেওয়ার সময় ছাড়া অন্য সময় কোনও সম্পর্ক রাখতে রাজি নন। উনি হয়তো ভেবেছেন ব্যক্তিগত সম্পর্কের সঙ্গে ভাড়াবৃদ্ধি ব্যস্তানুপাতিক।

রবিবারের সকাল। রমলা বাজারের ফর্দ করতে ব্যস্ত। নতুন কাজের মেয়ে মিঠু কাজে ব্যস্ত। আদিনাথবাবু বাজারের ব্যাগটা হাতে নিয়ে অপেক্ষা করছেন। রমলাকে দেখে হঠাৎ একটা রসিকতা করল - বুঝলে আমি কলম ধরলে রোজগার, মিঠু ঝাঁটা ধরলে রোজগার, কিন্তু তুমি কলম ধরলে খরচ।

- তা ফর্দটা তো তুমি করলেই পারতে। জমা-খরচ একই হাতে হতো। সংসারে তো আমি একাই খাই। এমন বিনা পয়সার রাঁধুনি পাবে কোথায়? আদিনাথবাবু ভাবলেন, এমন রসিকতাটা বোধহয় না করাই উচিত ছিল। গিন্নির কাছ থেকে ফর্দটা হাতে নিয়ে পাড়ার সরু রাস্তা দিয়ে ধীর পায়ে হাঁটা দিলেন। রাস্তার দুপাশের বাড়িগুলো দেখলেই মনে হয়, কেউ এক ইঞ্চিও জায়গা ছাড়েনি। কোনও বিপদ হলে ফায়ার ব্রিগেড তো ছাড় এ্যাম্বুলেন্সও ঢুকবে না। ডেড বডি চৌদলায় করে বের করতে হবে। তাও বা ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল করলে ভাল হয়। ধীর পায়ে হাঁটছিলেন। রবিবার ছুটির দিন, অফিসের তাড়া নেই। উদ্দেশ্য বাজারটা হলেও রাস্তার দুধারে বাড়িগুলোর দিকে শ্যেন দৃষ্টিতে তাকাতে তাকাতে হাঁটছিলেন। মাঝেমধ্যে হোঁচট খাচ্ছিলেন। কিছুটা হাঁটার পরই চোখে পড়ল এবং খুশিতে দু'চোখ চক্‌চক্ করে উঠল। দোতলা পাকা বাড়ি। বাইরের দরজার পাশেই দেওয়ালে বড় বড় নেমপ্লেট। বাঃ বাঃ এ তো মেঘ না চাইতেই জল। এ তো ডাক্তারের সারি। এরকম সারি সারি নেমপ্লেট তো কোনও ক্লিনিকে বা ওষুধের দোকানে দেখা যায়। এক বাড়িতে তিন তিনজন ডাক্তার! প্রথমে চোখে পড়ল ইংরাজীতে লেখা ডক্টর। নিশ্চিত হওয়া যায় না। ডাক্তার না হয়ে ডক্টরেটও হতে পারে। এরকম ভুল অতীতে একবার হয়েছিল। ইংরেজী লেখা ডক্টর দেখেই কলিংবেল বাজিয়ে ঘরে ঢুকেই বুঝেছিলেন, মস্ত ভুল হয়ে গেছে। ডাক্তার নয় কলেজে পড়ান - অধ্যাপক। নাঃ এবার আর সে ভুল হচ্ছে না, কারণ নিচের নেমপ্লেটে বাংলায় লেখা আছে ডাঃ অনিন্দ্য সরকার। তার নীচে লেখা ডাঃ সুনীতা সরকার আর শেষে লেখা আছে ডাঃ অচিন্ত্য সরকার। বাঃ বাঃ তিন তিন জন ডাক্তার। কিন্তু নামের পাশে কোনও ডিগ্রি লেখা না দেখে হতাশ হলেন। কে কোন রোগের, কিসে স্পেশালিস্ট বোঝা যাচ্ছে না। অবশ্য অনেক নামী দামী ডাক্তার নামের পাশে ডিগ্রি লেখেন না। তিন তিনজন ডাক্তার যখন নিশ্চয়ই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কাজে লাগবে। খুশি মনে বাজার করে কলম্বাসের মতো মুখ করে বাড়ি ফিরতেই রমলা জিজ্ঞেস করল - কী গো, মুখটা এতো হাসি হাসি লাগছে, বাজারে কোনও ভাল মাছ পেলে নাকি? আদিনাথের এই এক সমস্যা। বাজার গেলেই কী মাছ কিনবেন। এক রকম মাছ পরপর দুদিন খেলেই গিন্নির মুখে আর রোচে না। পকেটে রেস্ত না থাকলে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বিভিন্ন রকম মাছ এই দুর্মূল্যের বাজারে কেনা যায় না। ব্যাগটা স্ত্রীর হাতে দিতে দিতে বলল - নাগো, পাশেই একটা বাড়িতে তিন তিনজন ডাক্তার দেখলাম।

- ওঃ তাই। একটু নিশ্চিত হওয়া গেল বলো? একে তো নতুন শহর, নতুন পাড়া। আর বাড়িওয়ালা এমন গোমড়ামুখো যেন কথা বললেই ট্যাক্স লাগবে।

শিবরাত্রির দিন। সকাল থেকেই গিন্নি ও মেয়ের ব্যস্ততা এবং যথারীতি উপোস। ছেলেরও স্কুল ছুটি। আসলে আদিনাথের ভয় অন্যত্র। সারাদিন উপোস করার পর শরীর খারাপের ভয়। বললেও কাজ হয় না। একটু একটু বলার চেষ্টা করেন। মেয়ে উপোস করছে করুক, ওকে ভালোভাবে পাত্রস্থ করা দরকার।

-- কিন্তু তুমি তো আর উপোস না করলেই পারো। তুমি কী পরজন্মেও আমাকে পাবার চেষ্টা করছো?

রমলা চোখ পাকিয়ে বলেছিল - কেন তোমার কী তাতে কোনও আপত্তি আছে? গিন্নি আসল জায়গায় প্যাঁচটি মেরে দিল। কায়দা করে আমার মনে ইচ্ছেটাও জানার চেষ্টা করছো? যাইহোক, সকাল থেকে উপোস এবং যথারীতি রাত্রে লুচি। শুধু তো স্ত্রী মেয়েকে নিয়ে নয়, ভয় তো ছেলেকে নিয়েও। ও আবার পেট রোগা - লুচি সহ্য হলে হয়।

রাত তখন কত হবে, তা প্রায় এগারোটা। সবারই খাওয়া দাওয়া হয়ে গেছে। আদিনাথের আবার নিত্য মর্নিংওয়াক। সেজন্য বিছানায় তন্দ্রাচ্ছন্ন। পাশে হাত দিয়ে টের পান গিন্নির অনুপস্থিতি। দরজার ফাঁক দিয়ে দেখেন, ছোট ডাইনিং-এর পাশে চেয়ারে দুহাতে পেট চেপে বসে আছে।

ঘুম চোখে ডাকেন - কী হোল শোবে না? শরীর খারাপ নয়তো?

গিন্নির কোনও উত্তর নেই। অগত্যা বিছানা ছেড়ে বিরক্ত হয়ে কাছে গিয়ে বললেন - শরীর খারাপ নাকি?

- ভীষণ পেটের যন্ত্রণা হচ্ছে।

- কখন থেকে?

- সন্ধে থেকেই একটু একটু হচ্ছিল। এখন বেড়েছে।

আদিনাথ রোগ আর রুগীর সঙ্গে সহবাস করতে করতে চিকিৎসা শাস্ত্র একটু আধটু জেনেছেন।

- পেটের কোন দিকে ব্যথা? ডানদিকে?

গিন্নি ঘাড় নাড়েন।

- ওপরের দিকে না তলপেটে?

গিন্নি বিরক্ত হয়ে বললেন - তোমার জেনে কী হবে? তুমি কী ডাক্তার?

সত্যিই তো তিনি তো আর ডাক্তার নন। শুনেছেন, ডানদিকে হলে এ্যাপেন্ডিক্স, পেটের ওপরে হলে গ্যাসট্রিকের ধাক্কা। এসব জেনেও তো লাভ নেই। তিনি তো ওষুধ দিতে পারবেন না।

- খুব কষ্ট হচ্ছে? রাতটা কাটাতে পারবে? গিন্নি চোখ দুটো বড় বড় করে বললেন - পাশেই তো কোন বাড়িতে তিন তিনজন ডাক্তার আছে দেখে এসেছিলে। যাও না একবার। এখনও নিশ্চয়ই ঘুমায়নি। সত্যিই তো সময় নষ্ট করে কী লাভ? এখনও তো বারোটা বাজেনি। ছেলে-মেয়েকে গিন্নির কাছে রেখে সেই বাড়ির উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লেন। বাড়িটা খুঁজে পেতেও অসুবিধা হল না। রাস্তার ভেপার আলোয় নেমপ্লেটগুলো জ্বল জ্বল করছে। পাশেই কলিংবেল। টিপতেই শব্দ - ওপেন দ্য ডোর প্লিজ। আবার টিপলেন, নিশ্চয়ই সকলে ঘুমিয়ে পড়েনি। ভিতরে আলো জ্বলে উঠল। এক পুরুষের কণ্ঠ - কে?

- একবার দরজাটা খুলুন ডাক্তারবাবু।

দরজা খুলল না, পাশের জানলাটা খুলে গেল।

- কী ব্যাপার, কাকে চাই?

- বাড়িতে খুব বিপদ, পেটে অসহ্য যন্ত্রণা।;

- কী করে বুঝলেন? আপনার তো বোঝার কথা নয়। ডেলিভারি পেন নাকি অন্য কিছু? কিন্তু শহরে ওসব ঝামেলা রেখেছেন? গ্রামেতেই অনেকে বেচে দিয়ে গয়না নির্ভর হয়ে গেছে।

আদিনাথ কিছু বুঝতে না পেরে থ মেরে রইলেন।

- কী বলছি বুঝতে পারছেন না?

- আমার স্ত্রীর বারো বছর আগে লাইগেসন হয়ে গেছে। সন্ধে থেকে ভীষণ পেটে ব্যথা হচ্ছে।

- এপাড়ায় নতুন মনে হচ্ছে? তা এখানে এসেছেন কেন? আমি ডাক্তার ঠিকই তবে মানুষের নয়, ভেটেনারী সার্জেন - পশু চিকিৎসক।

আদিনাথ হতাশ না হয়ে জিজ্ঞেস করলেন,- আরো যে দুজন ডাক্তার - ওনারা?

- সুনীতা আমার স্ত্রী, ও পশু চিকিৎসক - ব্যাঙ্কে চাকরি করে। আর অচিন্ত্য আমার ভাই।

- উনিও কী পশু ...।

- হ্যাঁ - বলে বিরক্ত হয়ে জানলাটা সজোরে বন্ধ করে দিল। আদিনাথ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে স্থানুবৎ। ভিতর থেকে হালকা শুনতে পেল - বাবাকে পই পই করে বললুম নেমপ্লেটের পাশে ডিগ্রি ও ভেটেনারী সার্জেন লিখে দিতে, কিছুতেই দিলে না। এখন বোঝো ঠ্যালা।

আদিনাথ বিরক্ত হয়েই নেমপ্লেটগুলোর দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে বললেন- নেমপ্লেটে নামের পাশে পশু চিকিৎসক লিখে দিলে ভাল হয়- তাতে বিভ্রাটে পড়তে হয় না। চিৎকার করে বলে রাগ কিছুটা প্রশমিত হল, কিন্তু সমস্যাটা তো রয়েই গেল। রমলার পেটের যন্ত্রণা নিশ্চয়ই আরও বেড়েছে। নাঃ মনে হচ্ছে নার্সিংহোমেই ভর্তি করতে হবে। সেও তো এক গেড়ো। ডাক্তার লিখে না দিলে ভর্তি নেবে না। অগত্যা মনমরা হয়ে গলি দিয়ে বাড়ি আসার সময় চোখে পড়ল, ছোট একতলা ঘরের সাদা দেওয়ালে বড় বড় করে লাল রং দিয়ে লেখা ডাঃ অরুণ মন্ডল, আর. এম. পি। এখানে জরুরী রোগীর বাড়িতে গিয়ে চিকিৎসা করা হয়। কোনও কলিংবেল নেই। আশার আলো দেখতে পেলেন আদিনাথ। দরজার শেকলটা নাড়তে গিয়ে একটু থমকে দাঁড়ালেন। ভাবলেন, বড় বড় ডাক্তারের প্রেসকিপশনে লেখা থাকে - জরুরী রোগীর জন্য হাসপাতাল বা নার্সিংহোমে যোগাযোগ করুন। অথচ একজন আর এম পি, হাতুড়ের দেওয়ালে বড় বড় করে লেখা আছে ... নাঃ সন্দেহ আছে। ভাবলেন, এতো রাতে শিকল নাড়িয়ে নতুন করে আর বিভ্রাট বাড়িয়ে সময় নষ্ট করে লাভ নেই। মনে পড়ল বাড়িতে গ্যাস আর পেটের যন্ত্রণার ওষুধ আছে। যদি আজকের রাতটার মতো ঠেকানো যায়। নইলে অগত্যা সোজা হাসপাতাল।

ক বি তা

কফিন

দেবাংশু চক্রবর্তী

সুরা খেয়ে খেয়ে লিখতে বসেছি লেখা
আকণ্ঠ পান, আকণ্ঠ সুরা ঢেলে
তুমিও গেলো, কষ্ট, বেদনা, দুঃখ
শুয়ে পড় তুমি নাইট ল্যাম্পটা জ্বেলে।

ঘুম আসবে না? আমার জন্য? সেকি!
তুমি তো বলনি, সারা রাত হবে খেলা,
পা টলোমলো, চোখেতে ফুটছে ফুল
সরষে কিম্বা ফণীমনসার মেলা।

নেশাতেই হোক একসাথে রাতজাগা
নেশাতেই হোক সন্তান, তুমি, আমি
সারাটি রাত্রি ঘুমিয়ে কাটাই যদি
ছোট্টটি করে মুখে এঁকে দিও হামি।

একি জিঘাংসা! ঘুমিয়ে পড়লে নাকি?
এই দ্যাখো হাতে, শিরা কেটে লালে লাশ
এতো হিংসুটে কিছুই বোঝো না তুমি?
একা আছি আমি, একা আছি বারো মাস।

কফিনে ভরেছে, দিয়েছে বিলিতি সুরা
জানো প্রিয়তমা, খাবার দেয়নি কোনও
একি জিঘাংসা! তোমারও চোখেতে জল!
একি জিঘাংসা! তুমিও কাঁদতে জানো!

গোধূলির অব্যক্ত

ঋক তান

সন্ধ্যার প্রদীপ জ্বেলেছো তুলসী মঞ্চে
যে প্রদীপের তলে অন্ধকারে আমি দাঁড়িয়ে
চুপিসারে দেখেছি তোমায়
প্রদীপের আলোয় দীপ্তিহীন ছবি
কোন অভিসারে জানি না।
হয়তো বা খাঁচাভাঙা হৃদয়ের
অচিন উড়ানে
বেছেছিলাম ওই মাহেন্দ্রক্ষণ
জানি না তুমি মহিয়সী কিনা
শুধু জানি তুমি নারী
তোমাকে এক উজলা বকুলে
সুরভিত প্রেম দেওয়া যায়।
তবুও সঞ্চিত কটা শব্দ বলতে গিয়ে
মুখে কুলুপ আঁটে
কতগুলো রং ক্যানভাসে ধরে না
কৃষ্ণাঙ্গ সেতারের মূর্ছনার সুর
বারে বারে কান্নার অভিমান তোলে
তবুও নির্জনতার নিঃস্ব অভিমানে
বিষণ্ণ বাতাসে ভর দিয়ে
স্বপ্নপূরণের আশায় বিকেলের আঙিনায়।

খুঁজে পেতেই হবে

শ্যামল রায়

এখন যেন শুধুই
অন্ধজনের ভিড় দেখছি
সবটাই ঠিকঠাক আছে
তবুও কেন আমরা অন্ধ সেজেছি?
বেলাঅবেলায় শুধুই কুড়োতে ব্যস্ত থাকছি।
চোখের ভিতর শুধুই অন্ধজন
আকাঙ্ক্ষার জীবনযাপনটা
কেমন যেন পিছিল হয়ে যাচ্ছে
আমরা কেউ কেউ প্রেমিক হয়েও
প্রেমিকার কাছে বলতে পারছি না
নতুন গাছের তলায় চলো
নতুনভাবে বেঁচে উঠি
শুনছে না অনেকেই
নতুন ধানের শিসে
প্রেমিকার হাত দুটো ছুঁয়ে থাকলে
অন্ধবাগানে আমার কবিতা হয়ে উঠত
বেঁচে থাকার স্বপ্নভূমি।